যুগান্তর

তারিখ 16 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চবিতে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে আহত ৪০

ক্লাস ও পরীক্ষা ২১ মে পর্যন্ত স্থগিত

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার রাতভর ছাত্রলীগ ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। এখনও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সংঘাত এড়াতে কর্তৃপক্ষ ২১ মে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত চলা দফায় দফায় সংঘর্ষে উভয়পক্ষের অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫ জনকে চমেক হাসপাতালে এবং [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। [illegible] হাসপাতালে চিকিৎসা [illegible] শিবির [illegible]

সংঘর্ষে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

সংঘর্ষে : চবিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আলম মজুমদারের অবস্থা আশংকাজনক। প্রায় ৬ ঘণ্টাব্যাপী দফায় দফায় হামলা, ব্যাপক ভাংচুর ও সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্র হলগুলো রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ আমানত হলের ছাত্রশিবির সভাপতিকে হামলার কবল থেকে রক্ষা করতে গিয়ে উপাচার্য প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ আলম লাঞ্ছিত হন বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে। এ সময় তারা উপাচার্যের গাড়ি ভাংচুর করেছে। এছাড়া সংঘর্ষের সময় প্রভোস্টের কক্ষসহ ১৬টি কক্ষ ভাংচুর করা হয়েছে।

রাতভর দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, সংঘর্ষ ও ভাংচুরের ঘটনায় হলে অবস্থানরত সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং আশপাশের এলাকায় লোকজনের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিপুল সংখ্যক পুলিশ শুক্রবার ভোররাত সাড়ে চারটার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও ছাত্রহলগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের উপস্থিতিতে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এক জরুরি বৈঠকে বসেন। বৈঠক শেষে ২১ মে পর্যন্ত সব ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিতের কথা জানানো হয়।

ঘটনা তদন্তে চবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. কামাল হোসেনকে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য দু'জন সদস্য হলেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. কামরুল হুদা ও খালেদা জিয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। কমিটিকে সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

সংঘর্ষের পর ক্যাম্পাস ও ৬টি ছাত্রহলে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ছাত্রশিবির সব হল দখলে নিয়ে ভেতরে অবস্থান করছে। অন্যদিকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এসব হলের সামনে, বিশ্ববিদ্যালয় রেলস্টেশন ও ১ নম্বর গেট এলাকায় অবস্থান করছে। যে কোন সময় উভয়পক্ষের মধ্যে আবার ভয়াবহ সংঘর্ষের আশংকা করা হচ্ছে। আহতদের মধ্যে ৭ জন ছাত্রশিবিরের এবং ১৮ জন ছাত্রলীগের নেতাকর্মী রয়েছে বলে সংগঠনের নেতারা জানিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চবির ৬টি ছাত্রহল দীর্ঘদিন ধরে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ক্যাম্পাসে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯ মার্চ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর সভা-সমাবেশ, মিছিলসহ সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকলেও ইসলামী ছাত্রশিবির বিভিন্ন কৌশলে সভা-সমাবেশসহ রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে আবদুর রব হলের মসজিদে ছাত্রশিবিরের ২৫-৩০ জন নেতাকর্মী সভা করছিল। ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী সেখানে গিয়ে সভা বন্ধ রাখতে বলে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শিবিরের নেতাকর্মীরা। এসময় উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া শুরু হয়। খবর পেয়ে প্রভোস্ট প্রফেসর ড. আবদুল করিম সেখানে গিয়ে উভয়পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। এ সময় শিবিরের ওই হল শাখার সভাপতি নেতার এলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রভোস্টের উপস্থিতিতে আবার উভয়পক্ষের মধ্যে সমঝোতা বৈঠক চলছিল। রাত সাড়ে ১০টার দিকে হঠাৎ করে বাইরে থেকে অন্তত অর্ধশতাধিক শিবির ক্যাডার হলের মূল গেট বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে ঢুকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। তারা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকে। এ সময় দু'পক্ষের মধ্যে আবার সংঘর্ষ শুরু হয়। শিবির রামদা, হকিস্টিক, ক্রিকেটের স্ট্যাম্প, লাঠিসোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে ছাত্রলীগ অভিযোগ করেছে। উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে প্রভোস্টের কক্ষসহ অন্তত ১৬টি কক্ষে ভাংচুর চালায় শিবির। এছাড়া এক ছাত্রের ১টি কম্পিউটার ও ২টি ফ্যান ভাংচুর করা হয়। সংঘর্ষের খবর ছড়িয়ে পড়ে অপর ৬টি ছাত্রহলে। এদিকে ছাত্রলীগের কিছু সংখ্যক নেতাকর্মী শাহ আমানত হলের সামনে শিবির নেতাকর্মীদের সোহরাওয়ার্দী ও শাহজালাল হলের ভেতরে-বাইরে অবস্থান নেয়। এক পর্যায়ে রাত ১২টার দিকে আবদুর রব হলের ভেতরে শিবির ও ছাত্রলীগ মিছিল করে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে। সেখানে থেমে থেমে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে। খবর পেয়ে হাটহাজারীর বড়দীঘিরপাড়ের নিজ বাসভবন থেকে চবি উপাচার্য প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ আলম রাত সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটে যান। তিনি আবদুর রব হলে গেলে এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা শিবিরের বেপরোয়া হামলা ও তাণ্ডব চালানোর ঘটনাটি তাকে অবহিত করেন। এরপর রাত ১টার দিকে রব হলে আহত মামুন নামে এক শিবির কর্মীকে হল থেকে বের করে সিএনজি অটোরিকশায় হাসপাতালে নেয়ার পথে ওই হলের সামনে সিএনজি অটোরিকশাটি ভাংচুর করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। এ সময় শিবিরের নেতাকর্মীরা কাউসার নামে এক ছাত্রলীগ কর্মীর মোটরসাইকেলে ভাংচুর চালায়। আবদুর রব হল থেকে বের হয়ে ভিসি রাত দেড়টার দিকে শাহ আমানত হলে যান। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ভেতরে ঢুকতে চাইলে ভিসি ও পুলিশ বাধা দেয়। এক পর্যায়ে শিবিরের শাহ আমানত হল শাখার সভাপতি মোস্তফা সাকের উল্লাহকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা মারধর করতে থাকলে তাকে রক্ষা করতে গেলে উপাচার্য ড. আবু ইউসুফ আলম লাঞ্ছিত হন। সংঘর্ষের ঘটনা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগ একে অপরকে দায়ী করেছে। ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, কোন প্রকার উস্কানি ছাড়াই ছাত্রলীগ হামলা চালিয়েছে। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এরশাদ হোসেন বলেন, পূর্বপরিকল্পিতভাবে শিবির ক্যাডাররা ছাত্রলীগের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে।